দৈনিক [redacted]

তারিখ ... পৃঃ ৩ কলাম ... ৩

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট পরিস্থিতির উন্নতি ॥ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহলে স্বস্তি

হোসেন আল মামুন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যায় সংবাদদাতা ॥ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভয়াবহ সেশনজটের চেহারা মাত্র ৭/৮ মাসের ব্যবধানে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে বর্তমানে এক-দেড় বছরের সেশনজট রহিয়াছে। বন্ধ ও ছুটির দিনের পরীক্ষা নিয়া এবং অতি স্বল্প সময়ে ফল প্রকাশ করিয়া বেশ কয়েকটি ব্যাচকে শিক্ষা জীবন শেষ করিতে বিরাজমান অনাকাঙ্ক্ষিত 'যন্ত্রনা' হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

ফল প্রকাশে অহেতুক দীর্ঘ বিলম্ব এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট সৃষ্টির অন্যতম কারণ। আইন মোতাবেক পরীক্ষা গ্রহণের দুই মাসের মধ্যে ফল প্রকাশের বিধান থাকিলেও পূর্বে প্রায় অধিকাংশ বিভাগে ফল প্রকাশের সময় লাগিত ১২ হইতে ১৪ মাস। বর্তমানে সেখানে ফল প্রকাশে সময় লাগিতেছে এক হইতে তিন মাস। ইংরেজী বিভাগ বর্তমানে নিয়মিতভাবে ২৫ হইতে ৩০/৩৫ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ (পরীক্ষা গ্রহণের পর) করিয়া রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে।

অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে, যথাযথ দায়িত্ব পালনে শিক্ষকদের গাফিলতি, একাডেমিক ক্যালেন্ডার না থাকা, মানোন্নয়ন পরীক্ষা ও ফল প্রকাশে জটিলতা, স্বল্পকালীন অফিস সময়, তী[...] আবাসিক সংকট, শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদে[...] একাডেমিক আইন-কানুনের উপর স্বচ্ছ ধারণ[...] না থাকা, শিক্ষকদের (১৩শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজ[...]

(৩য় পৃঃ পর)

ব্যাপক হারে প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান, [...] কক্ষের সংকট, একাডেমিক কর্মকান্ডের উ[...] শিক্ষকদের রাজনৈতিক আদর্শ ও ব্যক্তি[...] বৈরিতার প্রভাব বিস্তার, একাডেমিক কর্মক[...] নির্বিঘ্ন করিতে ছাত্র সংগঠনগুলির আন্তরিকত[...] অভাব, ছাত্র সংঘর্ষ ও অনির্ধারিত বন্ধ এবং ঠুনকো[...] অজুহাতে পরীক্ষা বন্ধের প্রবণতা [...] বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের জন্য দায়ী।

তবে বর্তমান ভিসি প্রফেসর লুৎফ[...] রহমানের আন্তরিক প্রচেষ্টা, তদারকি এবং বিভি[...] পদক্ষেপ বাস্তবায়নে কঠোরতা অবলম্বনের কার[...] উক্ত প্রতিকূল পরিবেশ যেমন অনেকটা অনুকূ[...] আসিয়াছে তেমনি অনেক সমস্যাও লাঘ[...] হইয়াছে। ইহার পরও একাডেমিক ক্যালেন্ডা[...] প্রণয়ন ও তাহা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, পরীক্ষা খাতা পরীক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন ইত্যাদি কার্যক[...] ব্যবস্থার ফলে সেশনজট পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্ন[...] হইয়াছে। যথাসময়ে ক্লাস নেওয়া, পরীক্ষা গ্রহ[...] এবং ফল প্রকাশ এই মূল তিন দায়িত্ব পালনে শিক্ষকদের আন্তরিকতা বৃদ্ধিও সেশনজট হ্রাসের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতেছে। ছুটি কিংবা বন্ধের দিনে এবং অফিস সময় ব্যতীত অতিরিক্ত সময়ে ক্লাস পরীক্ষা গ্রহণ এবং একাডেমিক অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করিতে অর্থ বরাদ্দসহ বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা ত্বড়িত বাস্তবায়নের ফলে সেশনজট দ্রুত হ্রাস পাইতে শুরু করিয়াছে।

এদিকে সেশনজট পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতির ফলে সাত হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং তাহাদের অভিভাবক মহলে স্বস্তি ফিরিয়াছে। সাম্প্রতিককালে দেশে প্রথম চালু হইয়াছে এমন তিনটি বিভাগসহ মোট ১৮টি বিভাগ সম্বলিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য ভীড় জমাইতেছে।